বাংলাদেশ হাই কমিশন
কলম্বো,শ্রীলঙ্কা
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কলম্বো, বুধবার, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫

কলম্বোস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনে মহান বিজয় দিবস উদযাপন

যথাযোগ্য মর্যাদা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কলম্বোস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনে মহান বিজয় দিবস এর ৪৪তম বার্ষিকী (১৬ ডিসেম্বর ২০১৫) উদযাপন করা হয়।দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে দূতাবাস প্রাঙ্গনে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়।এতে কলম্বোতে বসবাসকারী প্রবাসি বাংলাদেশিগণসহ মিশনের সব স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী সপরিবারে অংশগ্রহণ করেন।

হাই কমিশনার তারিক আহসান কর্তৃক দূতাবাস প্রাঙ্গনে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর পবিত্র গ্রন্থাবলী থেকে পাঠ এবং দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রেরিত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণীসমূহ পাঠ করা হয়।এক সংক্ষিপ্ত আলোচনাসভায় বক্তারা দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরেন।এতে উপস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশিগণসহ মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন।

হাই কমিশনার তারিক আহসান তাঁর বক্তৃতায় মহান বিজয় দিবসকে বাঙালি জাতির জীবনে অন্যতম গৌরবের দিন হিসেবে উল্লেখ করেন।তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।জাতীয় জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ধারাবাহিক উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের যে স্বপ্ন দেখছে তা বাস্তবায়নে মহান বিজয় দিবসের প্রেরণা ও আদর্শের ওপর হাই কমিশনার গুরুত্বারোপ করেন।মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, শহীদদের জন্য দোওয়া এবং হাল্কা আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে সকালের কর্মসূচি শেষ হয়।

সন্ধ্যায়, বিভিন্ন ব্যানার ও ফেস্টুনে সুসজ্জিত দূতাবাস প্রাঙ্গনে শিশুদের জন্য ‘বিজয়’ বিষয়বস্তুর ওপর একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানসহ স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশিদের সন্তানগণ অংশগ্রহণ করে। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণসহ অনুষ্ঠানে আগত সব শিশুদের মাঝে উপহার বিতরণ করা হয়। এছাড়া, বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি কেক কাটা হয়।

প্রায় আশি জন অতিথির উপস্থিতিতে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে দূতাবাস প্রাঙ্গনে আরেকটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয় এবং বিভিন্ন বাংলাদেশি খাবারের সমাহারে সমৃদ্ধ নৈশভোজ পরিবেশনের মাধ্যমে দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা পরিসমাপ্তি লাভ করে।

*****